দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 04 JUN 1988
পৃষ্ঠা 6 কলাম 5

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

062

ঢাকা: রোববার, ২১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৫

শিক্ষা ও বিজ্ঞান

বিজ্ঞানী শাহ্ ফজলুর রহমান

শাহ্ আজহার আলী

অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী অধ্যাপক শাহ্ ফজলুর রহমান ১৯১৬ সালের ১লা জানুয়ারী সিরাজগঞ্জ জেলার চর রায়পুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রপিতামহ মোসাফির শাহ্ ভারতের যুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত শায়েস্তাবাদ হতে এদেশে আগমন করেন। তাঁর পিতামহের নাম মোজাফ্ফর শাহ্ এবং পিতার নাম শাহ্ বজলুর রহমান। গ্রামের পাঠশালায় তাঁর লেখা-পড়া শুরু হয়। তিনি নিম্ন প্রাইমারী (দ্বিতীয় শ্রেণী) পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করে সিরাজগঞ্জ ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের হাই মাদ্রাসা শাখায় ভর্তি হন। ছোটবেলার একটি ঘটনা। মাদ্রাসায় পড়াকালীন অবস্থায় শাহ্ ফজলুর রহমান মুশুরীখোলার (বর্তমানে ৪৭ নং শাহ সাহেব লেন, নারিন্দা) শাহ সাহেব কুতুবুল আক্তাব হজরত শাহ্ আহ্সান উল্লাহ (রঃ) সাহেবের দোয়া নেয়ার জন্য তাঁর পিতার সাথে ঢাকায় আসেন। ভোর বেলায় তাঁর ঘরে প্রবেশ করে দেখেন তিনি একটি চৌকিতে অর্ধশায়ীত অবস্থায় রয়েছেন। দেহের রং অত্যন্ত সুন্দর। অতি শুভ্র কেশ ও দাড়িতে তাঁকে এক স্বর্গীয় চেহারা দেখাচ্ছিল। শাহ্ ফজলুর রহমান কদমবুচি করতে যেয়ে দেখলেন যে, তাঁর পা খুব সরু, গাঁয়ের সঙ্গে চামড়া লেগে রয়েছে— অথচ পায়ের তলায় হাত দিয়ে দেখেন তুলার মত নরম। কদমবুচি করলে হজরত শাহ্ আহসান উল্লাহ (রঃ) তার পিঠে হাত দিয়ে বলেছিলেন, "বাবা, লেখা-পড়া শেখ।" দীর্ঘজীবন, ঐশ্বর্য ও পদপ্রাপ্তি ইত্যাদির চেয়ে বিদ্যার্জনকেই সবচেয়ে বেশী প্রধান্য দিয়েছিলেন তিনি। ইসলামের স্বর্ণযুগে মুসলমানগণই পৃথিবীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় পুরোভাগে ছিল এবং ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন করে মুসলমানগণ উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহন করে। মুসলিম জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী হযরত ইমাম গাজ্জালী (রঃ) ধর্মশাস্ত্র শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, ভূগোলবিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানও শিক্ষা করেন। তাঁর জীবন দর্শনে এই সমন্বয়ের অভিব্যক্তি দেখা যায়। বস্তুতঃ প্রকৃত ধর্মের নিকট জ্ঞান-বিজ্ঞান অপাংতেয় নয়। মহাগ্রন্থ কোরআন এ বিষয়ে সাক্ষী। কোরআনই বিজ্ঞান শিক্ষার প্রেরণা দেয়। কোরআন আমাদের জন্য ইহকাল ও পরকালের সর্বশ্রেষ্ঠ পথ প্রদর্শক।

শাহ্ ফজলুর রহমান যখন সিরাজগঞ্জ ইসলামিক ইন্টারমিটিয়েট কলেজের নবম শ্রেণীর ছাত্র সেই সময় একদিন উক্ত কলেজে ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেব ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। একপর্যায়ে তিনি বললেন, পাক কোরআনে আছে "মান উতিয়াল হিকমা ফাকাদ উতিয়া খায়রান কাছিরা।" —(সূরা বাকারাহ-২৬৯ আয়াত) অর্থাৎ "যাকে বিজ্ঞান দান করা হয়েছে তাকে প্রচুর কল্যাণ দান করা হয়েছে।" এই কথা শুনে শাহ্ ফজলুর রহমানের মনে আলোড়ন সৃষ্টি হল। তাঁর চক্ষুর সম্মুখে যেন এক নতুন জগতের দুয়ার খুলে গেল। তিনি বুঝতে পারলেন পৃথিবীর যেসব দেশ উন্নতির উচ্চ শিখরে রয়েছে সেসব দেশের উন্নতির মূলে রয়েছে বিজ্ঞানের অবদান। কোরআনের ঐ শাশ্বত বাণী চোখে আঙ্গুল দিয়ে ঐ মহাসত্যটি আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছে।

তখনই তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন— তাঁকে উন্নতির জন্যে ঐ বাণী অনুযায়ী কাজ করতে হবে। ইসলামী শিক্ষার বিদ্যালয়গুলোতে বিজ্ঞান শিক্ষার কোন বন্দোবস্ত ছিল না। তাই তিনি ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ছেড়ে ১৯৩০ সালে সিরাজগঞ্জ বি, এল, হাই স্কুলে ভর্তি হলেন। পরবর্তীকালে তার বহু ছাত্র নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষা দিচ্ছেন এবং অনেকে দেশের বিভিন্ন গবেষণাগারে উচ্চতর গবেষণা করে যাচ্ছেন। কিন্তু এই সাফল্যের মূলে রয়েছে মহাগ্রন্থ কোরআন যা শাহ্ ফজলুর রহমানকে বিজ্ঞান শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করেছিল।

স্কুলের প্রতিটি পরীক্ষায় তাঁর কৃতিত্ব ছিল অসাধারণ। ১৯৩২ সালে তিনি ঐ স্কুল থেকে বাংলা, আরবী ও গণিতে লেটার নম্বরসহ কৃতিত্বের সাথে ম্যাট্রিক পাস করেন। সে বছর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে তিনি বাংলায় ৪র্থ স্থান অধিকার করেন। ম্যাট্রিক পাস করার পর শাহ্ ফজলুর রহমান কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে গণিতশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা এবং রসায়নবিদ্যা অধ্যয়ন করেন। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে পদার্থবিদ্যায় বিএসসি (অনার্স) পাস করেন এবং ১৯৩৮ সালে তিনি বেতার গবেষণায় কৃতিত্বের সাথে প্রথম শ্রেণীতে এমএসসি পাস করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন অবস্থায় অধ্যাপক এস, এন, বসু, ডঃ এস, আর, খাস্তগীর, ডঃ জে, সি, ঘোষ, ডঃ পি, মহেশ্বরী প্রমুখ বিজ্ঞানীদের সংস্পর্শে এসে শাহ্ ফজলুর রহমান বিজ্ঞান চর্চায় অধিক উৎসাহী হয়ে ওঠেন। বিশ্ব বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের নামের সাথে জড়িত অধ্যাপক এস, এন, বোসের অধীনে গবেষণা করে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। এর ফলে তদানীন্তন ভারতীয় বিজ্ঞানী অধ্যাপক কৃষ্ণাণের সুদৃষ্টি সিরাজগঞ্জের কৃতী সন্তান শাহ্ ফজলুর রহমানের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তিনি ভারতে চলে যান। তাঁর পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের প্রতি উৎসাহ লক্ষ্য করে ভারতীয় অধ্যাপক কৃষ্ণাণ তাঁকে গবেষণার কাজে নিয়োগ করেন। অধ্যাপক কৃষ্ণাণ তাঁর বিজ্ঞান শিক্ষাকে সঠিক পথের অগ্রসর হতে যথেষ্ট সাহায্য করেন।

এই সময় থেকেই বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় শাহ্ ফজলুর রহমান সাহেবের লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। বাঙ্গালী মুসলমানদের শিল্প-বিমুখতাই যে তাদের দৈন্যের কারণ, এ নিয়ে তাঁর একটা লেখা মাসিক মোহাম্মদীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতার প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকা "প্রবাসী" এই লেখার একটা কঠোর সমালোচনা করে। মাসিক বিচিত্রাতেও তাঁর লেখা বের হয়। তিনি বরাবরই শিল্প ও ব্যবসায়ের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। তিনি এই সময় একটা নারিকেল তেল বাজারজাত করেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, শিল্প ও ব্যবসা ছাড়া বাঙ্গালী মুসলমানদের অবস্থার পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনা নাই।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, শাহ্ ফজলুর রহমানের লেখক জীবনের প্রেরণা প্রথমে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ রচনায় কোরআনই তাঁকে পথ প্রদর্শন করেছিল। পরবর্তীকালে বহু প্রবন্ধ ও বিজ্ঞান বিষয়ক রচনায় এবং "বিজ্ঞান বিচিত্রা" নামক বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকার সম্পাদক রূপে যেটুকু সাফল্য তিনি অর্জন করতে পেরেছিলেন তার মূলে রয়েছে তাঁর প্রথম প্রবন্ধ যেটি রচনা

বিজ্ঞানী শাহ ফজলুর রহমান

করেছিলেন কোরআন থেকে প্রেরণা ও উপকরণ লাভ করে।

ছাত্রাবস্থায় তিনি প্রত্যহ ফজরের নামাজের পর কিছুক্ষণ কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করতেন। একদিন কোরআন শরীফ পাঠকালে একটি আয়াতের প্রতি হঠাৎ তাঁর মনোযোগ আকৃষ্ট হল। ম্যাট্রিকে আরবীতে লেটার নিয়ে পাস করেছিলেন বলে এ আয়াতের অর্থ বুঝতে কষ্ট হয়নি। আয়াতটির ভাবার্থ হল: "পবিত্র মহান (আল্লাহ) যিনি সকল জিনিসের জোড়া সৃষ্টি করিয়েছেন: ভূমিতে উৎপন্ন জিনিসের, স্বয়ং তাদের (মানুষের) মত এবং অন্যান্য (বহু কিছুর জোড়া) যা তারা জানে না।" (সূরা ইয়াসিন ৩৬ আয়াত)

ঐ সময় শাহ্ ফজলুর রহমান ইলেকট্রন, প্রোটন প্রভৃতি বস্তুকণিকা সম্বন্ধে শিখছিলেন। তাই তাঁর মনে হল কোরআনে ঐ অপরিচিত জগৎ সম্বন্ধেই হয়তো ইঙ্গিত করা হয়েছে। তখন তিনি মনে মনে ঠিক করলেন, কোরআন ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখবেন। এর নাম দিলেন: "বিজ্ঞান সম্বন্ধে দু'একটি কথা।" কলিকাতার তদানীন্তন প্রথম শ্রেণীর মাসিক "বিচিত্রা" নামক পত্রিকায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল। এইভাবে শাহ্ ফজলুর রহমানের লেখক জীবনের শুরু হয়েছিল।

শাহ্ ফজলুর রহমান সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বিশিষ্ট বিজ্ঞান লেখক জনাব আবদুল হক খন্দকার সাহেব প্রথম জাতীয় বিজ্ঞান সাপ্তাহিক "বিজ্ঞান চর্চায়" বলেছেন, "বিজ্ঞান বিষয়ে লেখার কাজে তিনি যে কেবল আমাকেই উৎসাহ দিয়েছেন তা নয়, তিনি যে 'বিজ্ঞান বিচিত্রা' পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন তাতে বেশীরভাগ নবীন লেখকদের লেখা প্রকাশ করে তাঁদেরকে উৎসাহ দিতেন।

আধুনিককালে কোন দেশেরই অর্থনৈতিক উন্নতি বা অগ্রগতি বিজ্ঞান শিক্ষা ছাড়া সম্ভব নয়। যদি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতিকে কাজে না লাগানো হয়— এবং এজন্য যে, জনগণের মধ্যে বিজ্ঞানের অনুপ্রবেশ ঘটানো একান্ত প্রয়োজন, একথা আজ সর্বজন স্বীকৃত। কিন্তু ক'জন আমরা ততটা সচেতন, ততটা তৎপর, ততটা সচেষ্ট, ততটা উদ্যোগী যতটা ছিলেন শাহ্ ফজলুর রহমান। অথচ এই ফজলুর রহমান আজ বিস্মৃত। তাঁর অবদানের যথার্থ মূল্যায়ন আমরা করিনি।"

১৯৩৯ সালে সনামধন্য সাহিত্যিক মোহাম্মদ বরকতুল্লার দ্বিতীয়া কন্যা বেগম রিজিয়া সুলতানার সাথে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি তিন পুত্র ও সাত কন্যার জনক। পুত্র-কন্যাগণ প্রত্যেকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত।

১৯৩৯ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা বিভাগে যোগদান করেন। ১৯৪৫ সালে তিনি সরকারের বৃত্তি নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন এবং পুরডু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এ এম, এস, ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি পিএইচডি কোর্সও সমাপ্ত করেন এবং নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই পাকিস্তান সরকারের নির্দেশে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

চলবে